দৈনিক বাংলা
তারিখ ...04 AU...
পৃষ্ঠা... 5

096

মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা

১৯৮৬ সালের ফাজিল পরীক্ষার ফিকাহ দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার তারিখ ছিল প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৯ই জুলাই। এতে মারাত্মক ভুল ধরা পড়লে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঐ বিষয়ের পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করে ১৯শে জুলাই নির্ধারণ করেন। কিন্তু এই সংশোধনী পত্রিকা বা রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা হয়নি। এমনকি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রসমূহকেও পত্র-মারফৎ এই সংশোধনীর কথা জানান হয়নি। কেবল মাত্র ২৬শে জুন বিজি প্রেস থেকে গোপনীয় কাগজপত্র সরবরাহের দিন অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে উক্ত সংশোধনীর সাইক্লোস্টাইল করা কপি বস্তাবন্দী করে কোন কোন কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। ফলে কোন কোন কেন্দ্র এই সংশোধনীর কথা না জেনেই মূল ছাপানো প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৯ই জুলাই তারিখেই ফিকাহ ২য় পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করে ফেলেন। ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পারেন এবং ৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ও ১৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করে ২৮শে জুলাই পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং এইবার নিয়ম মাফিক পত্র-পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে সংশোধনীটি প্রচার করেন।

আমরা ফাজিল পরীক্ষার্থীরা একবার ৯ই জুলাই আরেকবার ১৯শে জুলাই একই বিষয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ভুলের মাশুল হিসাবে দুইবারই ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। জানি না তৃতীয়বার পুনরায় ঠকতে হয় কিনা। মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর দরুন এভাবে একদিকে ছাত্র অভিভাবকগণ হয়রানীর শিকার হচেছন অপরদিকে সরকারী অর্থের বিরাট অংকের অপচয় হচেছ। ইতিপূর্বেও ১৯৮৪ সালে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে মাদ্রাসা বোর্ড ১২/১৩ লখ টাকা গচচা দেয়।

এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে আমা-

জনমত

দের আকুল আবেদন, ... বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে মাদ্রাসা বোর্ডের এই অব্যবস্থা ও অনিয়ম দূর করুন এবং এই সাথে যোগ্য ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ করে মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করুন।

—মোঃ মহিম মিয়া, মোঃ আবুল হোছাইন, মোঃ আলী হোছাইন ও মোঃ ইসমাইল মিয়া, কতিপয় ফাজিল পরীক্ষার্থী ঢাকা।